১ অক্টোবর ২০১৪

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

রাজনৈতিক সহিংসতা

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

হেফাজতে নির্যাতন

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

সভা-সমাবেশে বাধা

সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

নারীর প্রতি সহিংসতা

***অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান**

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। *অধিকার* গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ থেকে চলমান চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৩ জন নিহত এবং ৬১৭ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২৪টি এবং বিএনপি'র ০৩টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে ও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ০৩ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আওয়ামী লীগের ২৯২ জন এবং বিএনপি'র ৩৮ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

২. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের যে দুর্বৃত্তায়ন শুরু হয়েছিল, তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এইসব দুর্বৃত্তায়নের বেশীর ভাগই ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিল করার বিষয় নিয়ে ঘটছে। ফলে সহিংসতা অব্যাহত আছে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠি সদস্যদের রাজনৈতিক সংগঠন ইউপিডিএফ এবং পিসিজেএসএস এর সমর্থকদের মধ্যেও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে।

৩. গত ১ সেপ্টেম্বর গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক এলাকায় নিটল-টাটা কারখানার পরিত্যক্ত মালামাল নিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় ১০ জন আহত হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর সেলিম হোসেন (৩০) নামে এক ব্যক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। সংঘর্ষের সময় ঘটনাস্থল থেকে গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি মাসুদ এরশাদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।[১]

৪. গত ৪ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলী ও খেদারমারা ইউনিয়নে ইউনাইটেড পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) এর সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলি বিনিময়ে তিনজন নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন। তবে নিহতের মধ্যে মাত্র একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। পরিচয় পাওয়া নিহতটি ব্যক্তি হলেন ইউপিডিএফ সদস্য তুফান চাকমা।[২]

৫. গত ১৮ সেপ্টেম্বর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ আবাসিক ছাত্রবাসের ডাঃ ফজলে রাব্বী হলের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি হুমায়ন কবির সুমন ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফাহাদের সমর্থকদের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের ১০ জন আহত হয়। ঘটনার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই হলের আবাসিক সকল শিক্ষার্থীকে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়।[৩]

৬. *অধিকার* রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সবদলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী, যা

[১] মানবজমিন ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[২] প্রথম আলো ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[৩] ইনকিলাব ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। *অধিকার* সরকার দলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তার দলীয় দুর্বৃত্ত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানাচ্ছে।

হরতাল

৭. সংবিধানে ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসন বিলের প্রতিবাদে ২০ দলীয় জোট গত ২২ সেপ্টেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয়। ঢাকাসহ সারা দেশে হরতাল শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হলেও দুই একটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঢাকার মাদারটেকে সবুজবাগ থানা স্বেচ্ছাসেবক দল মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলে গুলি করে। এই সময় আটজন গুলিবিদ্ধ হয়।[৪] রাজধানীর সবুজবাগ এলাকায় হরতালের সমর্থনে মিছিলের সময় পুলিশের হাতে হানিফ নামে স্বেচ্ছাসেবক দলের এক কর্মী আটক হন। বিএনপি'র অভিযোগ, পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে পায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করেছে। বর্তমানে হানিফ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। বিএনপি দাবি করেছে যে, হরতালকে কেন্দ্র করে তাদের ৩৫৩ জন নেতাকর্মীকে পুলিশ আটক করেছে।[৫]

৮. *অধিকার* মনে করে, রাজনৈতিক মতাদর্শ দিয়ে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরের রাজনৈতিক দলগুলোকে বিচার না করে মানবিক ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে তার দায়দায়িত্ব পালন ও রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন অর্থপূর্ণ সংলাপের পরিবেশ না থাকার বিষয়ে *অধিকার* উদ্বিগ্ন।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৯. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে সেপ্টেম্বর মাসে ০৭[৬] জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে।

১০. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। এছাড়া কয়েকটি চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামীদের তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধের মাধ্যমে হত্যা করে জড়িত উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের রক্ষা করা হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে জনমনে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধের নামে সাধারণ মানুষকেও হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১১. গত ১৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার মুগদাপাড়া মান্ডা নিউ গ্রীন মডেল টাউনের বালুর মাঠ এলাকায় মেজবাহ উদ্দিন তারেক (২৬) নামে এক যুবককে বাসা থেকে গ্রেপ্তারের পর গোয়েন্দা পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে বলে নিহতের পরিবার অভিযোগ করেছে। তবে পুলিশের দাবি সন্ত্রাসী ও অস্ত্র ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার অভিযান পরিচালনার সময় ক্রসফায়ারে নিহত হন তারেক।

১২. মেজবাহ উদ্দিন তারেকের পিতা আবু জাফর শিকদার *অধিকারকে* জানান, গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ আনুমানিক দিবাগত রাত তিনটার সময় সাদা পোশাকের ৮/১০ জন অস্ত্রধারী নিজেদের মিন্টু রোড থেকে আসা ডিবি পুলিশের সদস্য পরিচয় দিয়ে তাঁর দনিয়ার বাসায় অভিযান চালিয়ে তিনিসহ পরিবারের সবার উপস্থিতিতে তাঁর ছেলে মেজবাহ উদ্দিন তারেককে ধরে নিয়ে যায়। তারেক তাঁর তিন ছেলের মধ্যে সবার বড়। তাঁর নামে থানায় কোন জিডি কিংবা মামলা নেই বলেও দাবি করেন আবু জাফর। তিনি আরো জানান, ২০১০ সালে এইচএইচসি

[৪] ইনকিলাব ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[৫] মানবজমিন ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[৬] রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ০১টি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশেও অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

পরীক্ষার পর ইপিজেডের আদমজী গার্মেন্টেসে স্টোর কিপার হিসাবে চাকরি শুরু করে তারেক। গত অগাস্ট মাসে তারেক সেই চাকরি ছেড়ে স্টুডেন্ট ভিসায় মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টা করছিলো। এই কারণে এ্যাম্বেসীতে পাসপোর্টও জমা দেয়া হয়েছিলো। শীঘ্রই তাঁর দেশ ত্যাগ করার কথা ছিলো। ছেলেকে ধরে নেয়ার পর ১৩ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে তিনি মিন্টু রোডের ডিবি অফিসের সামনে বসে ছিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন খবর না পেয়ে তিনি মুগদা থানায় জিডি করতে যান। এই সময় মুগদা থানা পুলিশ তাঁকে জানান, সকালে তাঁদের থানা এলাকায় একটি ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটেছে। পরে রাত আনুমানিক ৮টায় তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে তাঁর ছেলের গুলিবিদ্ধ লাশ দেখতে পান। এলাকাবাসী তাঁকে জানায়, মেজবাহ উদ্দিন তারেককে গ্রেপ্তারের পর হাতকড়া পড়িয়ে বাসা থেকে বের করে রাস্তায় নামিয়ে মারধর করা হয়। মারধরের এক পর্যায়ে মেজবাহ অচেতন হয়ে পড়লে তাঁকে একটি সাদা মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায় সাদা পোশাকের অস্ত্রধারীরা। ১৪ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ৯ টায় ঢাকা মহানগর পুলিশের জনসংযোগ শাখা থেকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অস্ত্র ব্যবসার অভিযোগে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত আড়াইটায় তারেক মাসুদ নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে তাকে নিয়ে তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার অভিযান পরিচালনার সময় রাজধানীর মুগদার মান্ডার নিউ গ্রীন মডেল টাউন সংলগ্ন বালুর মাঠে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে। এই সময় বন্দুকযুদ্ধে তারেক মাসুদ নিহত হয়। আবু জাফর শিকদার বলেন, তাঁর ছেলের নাম তারেক মাসুদ নয় মেজবাহ উদ্দিন তারেক। পুলিশ হয়তো ভুল তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর ছেলেকে হত্যা করে ঘটনা ধামাচাপা দিতে বন্দুকযুদ্ধের নাটক সাজাচ্ছে।[৭]

১৩. গত ১৪ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে গোয়েন্দা পুলিশের গুলিতে মগবাজারের ট্রিপল মার্ডার মামলার[৮] প্রধান আসামী শাহ আলম খন্দকার ওরফে কাইল্যা বাবু নিহত হন। নিহতের স্ত্রী মরিয়ম বেগম জানান, গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ১০ টায় নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের বিজয়নগর এলাকায় তাঁর বাবার বাড়ি থেকে সাদা পোশাকের পুলিশ বাবুকে আটক করে নিয়ে আসে। রাতে আর কোন খবর তিনি পাননি। সকালে টিভিতে খবর দেখে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে বাবুর লাশ সনাক্ত করেন।[৯]

১৪. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে মৃত্যুর ধরণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বাহিনী ও নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নীচে দেয়া হল।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

১৫. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ০৭ জনের মধ্যে ০৫ জন পুলিশের হাতে তথাকথিত ‘ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

১৬. এই সময়ে ০১ জন পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের ফলে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

---

[৭] তথ্য সংগ্রহ *অধিকার*

[৮] গত ২৮ অগাস্ট ঢাকার মগবাজারে চাঁদা না পেয়ে দুর্বৃত্তরা রানু আক্তার, বিল্লাল, মুন্না নামে তিন জনকে গুলি করে হত্যা করে। সূত্র: প্রথম আলো ২৯ অগাস্ট ২০১৪

[৯] ইত্তেফাক ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪

গুলিতে মৃত্যুঃ

১৭. এই সময়ে ০১ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

১৮. নিহত ০৭ জনের মধ্যে ০১ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী হামিদুল হকের সমর্থক এবং ০৬ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

১৯. *অধিকার* বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* এইসব হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে হত্যাকারীদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

হেফাজতে নির্যাতন

২০. ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক সনদে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করলেও তা মানা হচ্ছে না। এই সনদ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে দৈহিক বা মানসিক নির্যাতন বা দুর্ভোগ এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি প্রদান করা যাবে না। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদেও একই কথা বলা আছে। গত ১৯ বছর ধরে *অধিকার* নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও এই ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করে আসছে এবং হেফাজতে নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩' উত্থাপন করা হলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। কিন্তু এর পরেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে।

২১. গত ৯ সেপ্টেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানা হেফাজতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার ঝাপাইপাড়া গ্রামের ইব্রাহিমের ছেলে ইউসুফ আলীর মৃত্যু হয়। এর আগের দিন গত ৮ সেপ্টেম্বর বিকালে পৌর এলাকার বটতলা হাটের পাশ থেকে ইউসুফ আলীকে ৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নিহত ইউসুফের মা আমেনা বেগম জানান, গ্রেপ্তারের পর পুলিশের নির্যাতনেই মারা গেছে ইউসুফ। সদর থানার এসআই মনিরুল ইসলাম এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন। যে স্থান থেকে ইউসুফকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেই স্থানের লোকজনের মুখে তিনি শুনেছেন গ্রেপ্তার করার পরই পুলিশ তাঁকে পেটাতে শুরু করে। এক পর্যায়ে ইউসুফের মুখ দিয়ে রক্ত বের হলে পুলিশ তাঁকে ভ্যানে উঠিয়ে নেয়। ভ্যানে উঠানোর পরও পুলিশ তাঁকে বেধড়ক পেটায়। এতে ইউসুফ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ৯ সেপ্টেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালে সে মারা যায়। ইউসুফের শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিলো বলে দাবি করেন তিনি। ইউসুফের নানা আহাদ মুন্সি জানান, আটকের পর থেকেই বেধড়ক মারধর করতে থাকে পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ ভ্যানে করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। লাশ হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত পুলিশ তাদেরকে লাশ দেখতে দেয়নি। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মির্জা রঞ্জু জানান, গণমাধ্যমের সামনে ঘটনার বিবরণ দেয়ায় গত ১২ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে তাঁকে থানায় ধরে নিয়ে যায় এসআই মনিরুল ইসলাম। তবে বিষয়টি জানাজানি হলে ১৩ সেপ্টেম্বর সকালে তাঁকে ছেড়ে দেয়। তিনি আরো বলেন, সত্য ঘটনা বলায় এখন মোবাইলে উল্টো তাঁদেরই মামলা দিয়ে জেলে পাঠানোর হুমকি দিচ্ছে সদর থানার এসআই মনিরুল ইসলাম। ভয়ে তাঁরা রাতে বাড়িতে থাকছেন না।[১০]

[১০] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাপাইনবাবগঞ্জ মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

২২. *অধিকার* মনে করে, নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' এর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করছে।

কারাগারে মৃত্যু

২৩. সেপ্টেম্বর মাসে ০২ জন 'অসুস্থতা জনিত কারণে' কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে অসুস্থ হয়ে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৪. *অধিকার* মনে করে কারাগারে আটক কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। *অধিকার* প্রত্যেকটি কারাগারে কারাবন্দীদের চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে কোন কারাবন্দির মৃত্যু হলে সেই ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

২৫. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন অথবা পরে কারো কারো লাশ পাওয়া গেছে। যদিও অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা এই অভিযোগগুলো অস্বীকার করছেন। গুম মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে গুম জনিত অপরাধ তাঁদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়; যাঁদেরকে সরকার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। গুম হওয়া ব্যক্তিরা প্রায়শই নির্যাতনের শিকার হন এবং তাঁদের জীবন নিয়ে তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। তাঁদেরকে সব ধরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং এমনকি তাঁরা আইনি সুরক্ষা থেকেও বঞ্চিত থাকেন।

২৬. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী গত ২০০৯ থেকে ২০১৪ এর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১৫৪ জন গুম হয়েছেন; এঁদের মধ্যে গুম হবার পর ২০ জনের লাশ পাওয়া গেছে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ০২ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৭. ঢাকার মগবাজারের ব্যাটারী গলি এলাকার ৮৬/১ নং বাড়ির বাসিন্দা ইউনুস আলীর পুত্র জাহিদুল ইসলাম সোহেল (৩০) কে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে তুলে নিয়ে গুম করার এক মাস পর তাঁকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪-এ তাদের মিন্টু রোডের অফিসে হাজির করে। সোহেলের স্ত্রী তাসলিমা আক্তার সাথি *অধিকার*কে জানান, স্বামী সোহেলকে সঙ্গে নিয়ে গত ২৭ অগাস্ট ২০১৪ বাড্ডায় তাঁর বড় বোন মাহফুজা আক্তার বৃষ্টির বাসায় বেড়াতে যান। ২৯ অগাস্ট ২০১৪ পর্যন্ত তাঁরা সেখানেই অবস্থান করছিলেন। ২৯ অগাস্ট ২০১৪ আনুমানিক সকাল ১১ টায় তাঁর বোনের বাসায় কলিংবেল বেজে ওঠলে বৃষ্টি দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ছোট করে চুল ছাঁটা সাদা পোশাকের তিন ব্যক্তি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোক পরিচয় দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এবং সোহেলকে খুঁজতে থাকে। বাসার ভেতরে থাকা সোহেল নিজের পরিচয় দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যক্তি তাঁর শার্টের কলার চেপে ধরে এবং আরেকজন সোহেলের হাতে হাতকড়া পরিয়ে তাঁদের সঙ্গে যেতে বলে। তাঁকে কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সোহেল জানতে

চাইলে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ধারী ব্যক্তিরা সোহেলকে চড় মারে। বৃষ্টি তখন জানতে চান তারা কে এবং অসুস্থ সোহেলকে কেনইবা তারা মারছে ? তখন তাদের একজন পিস্তল দেখিয়ে বলে" আমরা প্রশাসনের লোক। বেশি কথা বললে গুলি করে দেবো"। সাথি আরো জানান, সোহেল ক্যানসার রোগী। তিনি সৌদি আরবে ছিলেন। ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে ২০১৩ সালের শেষের দিকে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ধানমন্ডি গ্রিন রোডের গ্রিনভিউ ক্লিনিকে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোন মামলা বা জিডি নেই বলেও জানান তিনি। বৃষ্টি *অধিকার*কে জানান, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় দেয়া ওই তিন ব্যক্তির সঙ্গে মোবাইল ফোন ট্র্যাকিং করার যন্ত্র ছিল। তারা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার সময় দারোয়ানকে মোবাইলের নেটওয়ার্ক পরীক্ষার জন্য এসেছে বলে জানায়। সোহেলকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের পিছু নিয়ে রাস্তা পর্যন্ত আসেন বৃষ্টি। এইসময় বাড়ির বাইরে আরো ৬/৭ জন সাদা পোশাকধারীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তিনি। সোহেলকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তা পর্যন্ত নেয়ার পর সেখানে অবস্থান করা একটি কালো রংয়ের নোয়াহ ঢাকা 'মেট্রো চ ৫৩-৬৪০২' ও একটি কালো রংয়ের ভক্সি 'ঢাকা মেট্রো চ ৫৩-২৫৩২' গাড়ি দুটি নিয়ে সবাই চলে যায়। এরপর থেকে বাড্ডা থানা, রমনা থানা, ডিবি অফিস ও র‍্যাব অফিসে খোঁজ করেও সোহেলের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুলিশ, র‍্যাব, ডিবি সবাই সোহেলকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি অস্বীকার করে। বৃষ্টি *অধিকার*কে জানান, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সকালে টিভির খবরে জানতে পারেন বিকেলে মগবাজার এলাকার একটি হত্যা মামলায় ৫/৬ জন অভিযুক্তকে মহানগর গোয়েন্দা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত করা হবে। এই খবর পেয়ে তিনি ধারণা করেন তাঁর বোনের স্বামী সোহেলকেও হয়তো ওই অভিযুক্তদের সঙ্গে হাজির করা হতে পারে। ওই দিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৫.৩০ টায় তিনি ও তাঁর বোন সাথী মিন্টু রোডের ডিবি কার্যালয়ে যান। সেখানে তাঁরা সোহেলকে দেখতে পান। সোহেল তাঁদের জানান, গ্রেপ্তারের পর থেকে দীর্ঘ একমাস তাঁকে র‍্যাব-১ এর উত্তরা অফিসে আটকে রাখা হয়েছিলো। গ্রেপ্তারের পর প্রথম তিন দিন হাত, পা, চোখ-মুখ বাঁধা অবস্থায় একটি ঘরে রাখা হয়েছিলো। শুধু খাবারের সময় তাঁর বাঁধন খুলে দেয়া হতো। তিনদিন পর হাজতখানার মতো একটি ঘরে বন্দি করে রাখা হয়। বৃষ্টি আরো জানান, গোয়েন্দা পুলিশের মুখপাত্র মনিরুল ইসলাম তাঁকে জানান, সোহেলকে র‍্যাব গ্রেপ্তার করে তাঁদের কাছে দিয়েছে। নামের ভুলের কারণে র‍্যাব সোহেলকে গ্রেপ্তার করতে পারে বলে মনিরুল ইসলাম তাঁদের জানান । গত ২৯ সেপ্টেম্বর গোয়েন্দা পুলিশ সোহেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করলে আদালত তাঁকে জেল হাজতে প্রেরণ করে। [১১]

২৮. *অধিকার* মনে করে, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সব ধরনের অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাতে বাংলাদেশের জনগণকে সংগঠিত হওয়া এবং গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মত মানবতাবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। তাই গুমসহ অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিটি মানবাধিকার কর্মীকে সোচ্চার হতে হবে, ভিকটিম পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে হবে এবং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

২৯. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় পিস রেট বৃদ্ধি ও বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভের সময় এবং অন্যান্য কারণে ৫০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

৩০. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। শ্রমিকদের ওপর পরিচালিত মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করে ও তাঁদের সমন্বিত সুরক্ষার আওতায় এনে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরী।

[১১] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা

৩১. সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা এবং হামলা করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা। শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‍্যালি করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার।

৩২. গত ১৬ সেপ্টেম্বর গ্যাস সংকটে অতিষ্ঠ মানিকগঞ্জ জেলা সদরে সকাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাসের দাবিতে তিতাস গ্যাস অফিস ঘেরাও কর্মসূচী পালনের জন্য মানিকগঞ্জ পৌর এলাকার হাজার হাজার নারী-পুরুষ মানিকগঞ্জ বিজয় মেলা মাঠে জড়ো হয়। সকাল সাড়ে ১০টার সময় মানিকগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ রমজান আলীর নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল নিয়ে তিতাস গ্যাস অভিমুখে রওনা হলে শহরের খালপাড় এলাকার রাস্তাটিতে পুলিশ ব্যারিকেড দেয়। বিক্ষুব্ধ জনতা ব্যারিকেড ভেঙ্গে সামনে এগুতো চাইলে পুলিশ তাঁদের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে। এই সময় বিক্ষুব্ধ জনতা ৫টি অটোরিকশা ও একটি প্রাইভেট কার ভাংচুর করে। এরপর মিছিলটি মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গেলে পুলিশ পুনরায় জনতার ওপর চড়াও হয়। এখানেও মিছিলটি পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে। এই সময় জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ বেপোরোয়া হয়ে শতাধিক রাউন্ড রাবার বুলেট, শটগানের গুলি ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এই হামলায় পৌরসভার মেয়র রমজান আলীসহ প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হন। আহতদের মধ্যে অনেক নারীও রয়েছেন।[১২]

৩৩. সংবিধানে ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসনের প্রতিবাদে ২২ সেপ্টেম্বর ২০ দলীয় জোটের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতালের সমর্থনে গত ২১ সেপ্টেম্বর মুন্সীগঞ্জ জেলা বিএনপি'র সমাবেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা হামলা ও গুলিবর্ষণ করে। শহরের সুপার মার্কেট চত্বরে বিএনপি'র দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বের করার আগে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা বিএনপি'র কর্মীদের ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই সময় বিএনপি কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে অবস্থান নেয়। পরে সন্ধ্যায় বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করার সময় পুলিশের সামনেই ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা সমাবেশ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে সমাবেশ পণ্ড করে দেয়।[১৩]

৩৪. *অধিকার* সভা-সমাবেশে ও মিছিলে বাধার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে সভা-সমাবেশে বাধার ঘটনা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ।

সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ

৩৫. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে ০৮ জন সাংবাদিক আহত, ০২ জন লাঞ্ছিত, ০৪ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ০৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

৩৬. সংবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকজন সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

৩৭. গত ১ সেপ্টেম্বর বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলায় সংবাদ প্রকাশের জের ধরে উপজেলা শ্রমিক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শিপন মোল্লা ও তার অনুসারীরা উপজেলা পরিষদ চত্বরে দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি আব্দুর রহিম সরদারকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। এই খবর পেয়ে সাংবাদিকরা তাঁকে উদ্ধার করে উজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে আব্দুর রহিম সরদারকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[১৪]

---

[১২] মানবজমিন ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[১৩] মানবজমিন ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[১৪] ইত্তেফাক ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

৩৮.গত ১০ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ জেলায় স্থানীয় লোকালয় বার্তা পত্রিকা অফিসে সংবাদ প্রকাশ নিয়ে পৌর যুবদলের আহ্বায়ক শফিকুর রহমান সিতুর নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালায়। এই সময় দুর্বৃত্তরা অফিসের আসবাবপত্র, গাড়ি ও কম্পিউটার ভাংচুর করে এবং পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এমদাদুল হক সোহেল, ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক শায়েলসহ চারজনকে কুপিয়ে জখম করে। সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এমদাদুল হক সোহেল জানান, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া হত্যা মামলার অধিকতর তদন্ত বিষয়ক একটি খবর একটি জাতীয় দৈনিকে গত ১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। সংবাদটি যাতে তাঁর পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশ না হয় সে জন্য যুবদল নেতা শফিকুর রহমান সিতুসহ কয়েকজন তাঁকে চাপ দেয়। তিনি তাদের কথায় রাজী না হওয়ায় তারা হামলা চালায়।[১৫]

৩৯.*অধিকার* সাংবাদিকদের ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ও হুমকির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সেই সাথে *অধিকার* সাংবাদিকদের সুষ্ঠু, বস্তুনিষ্ঠ ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রেখে সংবাদ পরিবেশনের জন্যও আহবান জানাচ্ছে।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

৪০.নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[১৬] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৪১.গত ৩ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার দূর্গাপুর গ্রামের ইমরান হোসেন আরিফ (৩০) নামের এক ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বোন এবং সজিব ওয়াজেদ জয়কে ভাগ্নে সম্বোধন করে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) আইনের ৫৭(২) ধারায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গত ২০ অগাস্ট ফেসবুকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি জাতির পিতা হয় তাহলে শেখ হাসিনা আমার বোন এবং সজিব ওয়াজেদ জয় আমার ভাগ্নে এমন সম্বোধন করে ফেসবুকে পোস্ট দেয় ইমরান হোসেন আরিফ। এই কারণে গত ৩ সেপ্টেম্বর স্থানীয় যুবলীগ নেতা অনিক হোসেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে কুমারখালী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।[১৭]

৪২.গত ২৩ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাজ্জাদুল হককে ঢাকার রামপুরা এলাকা থেকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল গ্রেপ্তার করে। গত ২৭ জুলাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনে ৫৭ ধারায় কাফরুল থানায় দায়ের করা একটি মামলার আসামী হিসেবে তাঁকে

---

[১৫] যুগান্তর ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[১৬] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[১৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

গ্রেপ্তার করা হয়। সাজ্জাদুল হকের পরিবার দাবি করেছেন, সাজ্জাদুল তাঁর এক নারী বন্ধুর ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেন। সাজ্জাদুলের বিরুদ্ধে এই ছবি পোস্ট করার কারণে তাঁর বন্ধু সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সাজ্জাদুল হককে পুলিশ অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আলমগীর কবিরের আদালতে হাজির করে রিমান্ড চাইলে আদালত তাঁকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। সাজ্জাদুল তাঁর যে বন্ধুর ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেন তিনি বিবাহিত। তাঁর স্বামী বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার এবং বর্তমানে ডেপুটেশনে একটি গোয়েন্দা সংস্থায় কর্মরত। সাজ্জাদুল হক সাউথ এশিয়া ইউথ ফর পিস এন্ড প্রসপারিটি নামে একটি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। গত ২০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে এই সংগঠন একটি আলোচনার সভার আয়োজন করে।[১৮] দেশের মানবাধিকার ইস্যুতে সোচ্চার থাকার কারণে সাজ্জাদুল হককে গ্রেপ্তার করে হয়রানি করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে তাঁর পরিবার।

৪৩. গত ২৪ সেপ্টেম্বর সাবেক প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ব্যঙ্গ করে গান রচনা করে তা প্রচার করার অভিযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার গুরকাঠি গ্রামের তন্ময় মল্লিক নামের এক যুবককে সাইবার অপরাধ ট্রাইবুনালের বিচারক এ কে এম সামসুল ইসলাম সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, একই সঙ্গে দশ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন।[১৯]

৪৪. *অধিকার* মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী এই নিবর্তনমূলক আইনটি অবিলম্বে বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৪৫. ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ০৫ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৪৬. গত ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ থানার বাস্তা ইউনিয়নের রাজাবাড়ি এলাকায় সিএনজি অটোরিকশা চোর সন্দেহে গণপিটুনীতে ৩৫ বছর বয়সী এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানায়, নিহত ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে রাজাবাড়ি এলাকায় ঘোরাঘুরি করার সময় স্থানীয় লোকজন তাঁকে চোর সন্দেহে গণপিটুনী দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।[২০]

৪৭. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার কারণে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে *অধিকার* মনে করে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৪৮. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ০৭ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। এর মধ্যে তারা ০১ জনকে গুলি করে এবং ০৪ জনকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। এছাড়া বিএসএফ ধাওয়া করে বিলে ফেলে ১ জনকে হত্যা করে এবং ০১ জন বিএসএফ'র ধাওয়া খেয়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে

[১৮] নিউএজ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[১৯] প্রথম আলো, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[২০] ইত্তেফাক, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪

মারা যান। বিএসএফ মোট ০৪ জনকে গুলিতে আহত করেছে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ০৬ জন বাংলাদেশী।

৪৯. গত ২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা বিষয়ক বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কার্যদলের বৈঠকে অপরাধমূলক তৎপরতা কিংবা অন্য কোনো কারণে সীমান্তে বাংলাদেশের নিরস্ত্র লোকজনকে হত্যা বন্ধে সীমান্তরক্ষীদের কাছে কঠোর বার্তা পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে দুই পক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়। সীমান্তের একপাশ থেকে কেউ অন্য পাশে চলে গেলে তাঁকে তাঁর দেশের হাতে তুলে দিতে হবে, হত্যা করা যাবে না। এই বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কামালউদ্দিন আহমেদ এবং ভারতের পক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব শম্ভু সিং নিজ নিজ দেশের নেতৃত্ব দেন।[২১] যদিও দুই পক্ষের এই বার্তা সীমান্ত রক্ষীদের কাছে পৌঁছানোর পরও সীমান্তে বিএসএফ'র হত্যাকাণ্ড অব্যাহত আছে।

৫০. গত ৮ সেপ্টেম্বর ভোরে লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার মধ্যসিঙ্গিমারী সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর নির্যাতনে মধ্যসিঙ্গিমারী গ্রামের আমিনুর রহমান (৪৮) নামে এক গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভারতীয় গরু ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় আমিনুর রহমানসহ কয়েকজন ভোরে ৮৯১ নম্বর সীমান্ত মেইন পিলারের কাছ দিয়ে ভারতীয় গরু আনতে যান। এ সময় ভারতের কুচবিহার জেলার শীতলকুচি থানার ফুলবাড়ী ক্যাম্পের বিএসএফ'র একটি টহল দল তাঁদের ধাওয়া করে। অন্যরা পালিয়ে আসলেও আমিনুর রহমান বিএসএফ'র হাতে ধরা পড়েন। নির্যাতনের পর আমিনুর রহমানকে সীমান্তের এপাড়ে ফেলে চলে যায় বিএসএফ। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্মরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর শরীরের বিভিন্নস্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে স্থানীয় লোকজন জানিয়েছে।[২২]

৫১. গত ২৪ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলায় কুসুমপুর সীমান্তে ৬১ নং মেইন পিলারের ১৮ নং সাব পিলারের কাছে বংলাদেশী ১০-১২ জন গরু ব্যবসায়ী গরু নিয়ে যাওয়ার সময় বিএসএফ'র একটি টহল দল তাঁদের ধাওয়া করে। ধাওয়া খেয়ে জিয়াউর রহমান রাজু (২৮) নামে এক গরু ব্যবসায়ী আত্মরক্ষার্থে ইছামতি নদীতে ঝাঁপ দেন। এই সময় বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করলে ঘটনাস্থলে জিয়াউর রহমান রাজু নিহত হন।[২৩]

৫২. *অধিকার* মনে করে, কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে নির্যাতন করে বা গুলি করে হত্যা করছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৫৩. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।

---

[২১] প্রথম আলো ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[২২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লালমনিরহাটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৩] মানবজমিন ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪

কিন্তু *অধিকার* দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, দেশের প্রভাবশালী মহল জমি দখল, চাঁদাবাজিসহ নানান স্বার্থের কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এই হামলার ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকরণের কারণে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে এবং হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিচার না হওয়ার কারণে এই ধরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

৫৪. হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলা সদরে শিবপাশা এলাকায় সুব্রত দাশ সামন্ত পরিবারের ওপর হামলা ও পূজামণ্ডপ ভাঙচুরের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলা রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রত্যাহার করা হয়েছে। গত ২ জুলাই হবিগঞ্জ জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম আদালত-২ থেকে এ মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ সেপ্টেম্বর এই তথ্য জানা যায়। ২০০৮ সালের ১ জুলাই জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে একই উপজেলার কাদমা গ্রামের যুক্তরাজ্য প্রবাসী মোহাম্মদ মোহন মিয়ার নেতৃত্বে ১৫-২০ জন দুর্বৃত্ত সুব্রত দাশ ওরফে পল্টুর পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে বাড়ির লোকজনকে মারধর করে এবং বাড়ি ও পূজামণ্ডপ ভাংচুর করে। এই ঘটনায় সুব্রত দাশ ছয়জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি ছয় বছর ধরে হবিগঞ্জের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিমের আদালত-২ এ বিচারাধীন ছিল। মোহন মিয়া মামলাটি হয়রানীমূলক উল্লেখ করে তা প্রত্যাহারের জন্য ২০১১ সালের ২ জুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। এতে তিনি নিজেকে আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে উল্লেখ করেন। ওই আবেদনে হবিগঞ্জ-৩ আসনের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আবু জাহির সুপারিশ করেন। পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভাপতির কাছে এই বিষয়টি পাঠায়। কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক আবুল কাশেম তালুকদার তা অনুমোদন করার পর মন্ত্রণালয় ২০১২ সালের ১৭ অক্টোবর মামলাটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় এবং চিঠির মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে জানিয়ে দেয়। ২০১৩ সালের ১২ মে হবিগঞ্জের সহকারী সরকারী কৌশুলী ছালেহউদ্দিন আহমেদ জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম-২ আদালতে মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করেন। ২০১৪ সালের ২ জুলাই বিচারক নিশাদ সুলতানা মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করেন।[২৪]

৫৫. গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার জোয়াড়ী সর্বজনীন দূর্গামন্দিরের একটি দূর্গা প্রতিমাসহ তিনটি প্রতিমা ভাংচুর করে দুবৃর্ত্তরা।[২৫]

৫৬. গত ১৯ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে দূর্গা পূজা উপলক্ষে নির্মিত সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার চান্দাইকোনা ইউনিয়নের পার কোদলা শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দিরে দূর্গা প্রতিমা ভাংচুর করে দুর্বৃত্তরা। দুর্বৃত্তরা মন্দিরে প্রবেশ করে দূর্গা প্রতিমার ৫টি হাত ভেঙ্গে মাটিতে ফেলে পালিয়ে যায়। মন্দির কমিটির সভাপতি বিশ্বনাথ দাস জানান, মন্দিরে কয়েকদিন যাবত প্রতিমা তৈরির কাজ চলছিলো। এই দিন রাতে প্রতিমা তৈরীর কারিগররা কাজ শেষ করে চলে যায়। ২০ সেপ্টেম্বর সকালে মন্দিরের সদস্যরা এসে দেখেন যে, দূর্গা প্রতিমার ৫টি হাত মাটিতে পড়ে আছে।[২৬]

৫৭. *অধিকার* ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের মন্দিরে হামলা ও তাঁদের ওপর আক্রমণের ঘটনার মামলাগুলো রাজনৈতিক 'হয়রানীমূলক মামলা' হিসেবে প্রত্যাহার করায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে এভাবে রাজনৈতিক বিবেচনায় গণহারে ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহার করা হলে তা হবে আইনের শাসনের পরিপন্থী এবং

[২৪] প্রথম আলো, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[২৫] প্রথম আলো, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[২৬] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

তা বাংলাদেশে দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে আরো প্রসারিত করবে। *অধিকার* ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করতে সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৮.নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ধর্ষণ, যৌতুক সহিংসতা, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন।

যৌন হয়রানী

৫৯.সেপ্টেম্বর মাসে মোট ৩৭ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ০১ জন আত্মহত্যা, ০৩ জন আহত, ০৫ জন লাঞ্ছিত, ০১ জন অপহৃত এবং ২৭ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে কর্তৃক ০২ জন নারী ও ০২ জন পুরুষ আহত হয়েছেন।

৬০.ঢাকা মহানগরীর খিলগাঁও এলাকায় নবম শ্রেণীর ছাত্রী উম্মে কুলসুম রিতুকে তাঁর স্কুলে যাওয়া আসার পথে স্থানীয় বখাটে শিমুল চন্দ্র মন্ডল প্রায়ই উত্ত্যক্ত করতো। এরপর বখাটে শিমুল রিতুর বাসায় এসে উত্ত্যক্ত করা শুরু করে। গত ৬ সেপ্টেম্বর রিতুর বাসায় তাঁর বাবা মার অনুপস্থিতির সুযোগে শিমুল চন্দ্র মন্ডল তাঁর বাসায় এসে রিতুর সঙ্গে অশালীন আচরণ করে এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে চলে যায়। এই ঘটনার পর রিতু নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বিষ খায়। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর সেখানে রিতু মারা যান। শিমুল চন্দ্র মণ্ডলকে এখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি।[২৭]

৬১.গত ৪ সেপ্টেম্বর কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলা সদরের উত্তর পাড়ায় বোনকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় বাছির উদ্দিন নামে এক যুবককে ছুরিকাঘাত করে আহত করেছে একদল বখাটে যুবক। জানা যায়, বাছির উদ্দিনের ছোট বোনকে তাঁর স্কুলে যাওয়ার পথে একই এলাকার অলিউল্লা, মাহবুব, আরিফ, সফিউল্লাসহ একদল বখাটে যুবক উত্ত্যক্ত করতো। বোনকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় বাছির উদ্দিনকে ছুরিকাঘাত করা হয়।[২৮]

যৌতুক সহিংসতা

৬২.সেপ্টেম্বর মাসে ২৬ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ১৫ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ১০ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এছাড়া ০১ জন নারী যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছেন।

৬৩.গত ৬ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার মুগড়াপাড়ার কাবিলগঞ্জে হাবিবা আক্তার (২৫) নামে এক গৃহবধুকে যৌতুক না পাওয়ার কারণে তাঁর স্বামী তৌহিদুর রহমান ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন পিটিয়ে আহত করে মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে হত্যা করেছে। হাবিবা আক্তারের বড় ভাই শাহ আলম জানান, ২০১১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তৌহিদুর রহমানের সঙ্গে হাবিবার বিয়ে হয়। বিয়ের সময় তৌহিদুর রহমানকে যৌতুক বাবদ নগদ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেয়া হয়। বিয়ের আগে থেকেই তৌহিদুর রহমান সৌদি আরবে চাকরীরত ছিল। ছুটিতে দেশে এসে সে বিয়ে করে। বিয়ের ৬ মাস পর তৌহিদ আবার সৌদি আরবে চলে যায়। এরপর এক বছরের মাথায় একেবারে বিদেশ থেকে দেশে চলে এসে তৌহিদ সোনারগাঁয়ের মুগড়াপাড়া চৌরাস্তার গাজী মার্কেটে প্ল্যাস্টিকের আসবাবপত্রের একটি দোকান দেয়। দোকান দেয়া বাবদ তাঁদের কাছ থেকে দুই দফায় ৩০ হাজার ও

[২৭] ইনকিলাব ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[২৮] যুগান্তর ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

৬০ হাজার টাকাও নেয়। এক পর্যায়ে আরো টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে। টাকা না পেয়ে হাবিবার ওপর অত্যাচার শুরু করে। অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় হাবিবাকে তাঁর বড় ভাই নিয়ে আসেন। এই নিয়ে মুগড়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে সালিশ হয়। সেখানে হাবিবার পরিবার হাবিবাকে আর শ্বশুড়বাড়ীতে পাঠাবে না বলে জানায় এবং যৌতুক হিসেবে বিভিন্ন সময়ে যে আড়াই লাখ টাকা দেয়া হয়েছিলো তা ফেরত দেয়ার দাবি জানায়। তখন সালিশে সিদ্ধান্ত হয় তৌহিদুর রহমান টাকা ফেরত দিবে। কিন্তু কিছুদিন পর তারা জানায়, টাকা ফেরত দিবে না এবং হাবিবাকে নিয়ে তৌহিদ সংসার করবে। হাবিবার ওপর আর অত্যাচার করা হবে না বলে তারা হাবিবাকে আবার নিয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন পর আবার টাকার জন্য হাবিবার ওপর অত্যাচার শুরু করে। গত জানুয়ারি মাস থেকে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। টাকা দিতে না পারায় তৌহিদুর রহমান ও তার পরিবারের লোকজন হাবিবাবে প্রচন্ড মারধর করে। এক সময় হাবিবা গুরুতর আহত হয়ে গেলে তাঁর মুখে বিষ ঢেলে দেয়। এরপর আহত হাবিবা আক্তার চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই রাতেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। হাবিবা মারা গেলে তৌহিদের পরিবার প্রচারণা চালায় হাবিবা আত্মহত্যা করেছে। এ ঘটনায় পুলিশ তৌহিদুর রহমানের ছোট ভাই মামুন মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে ।[২৯]

৬৪. পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার কালিয়াগঞ্জ ইউনিয়নের গেদেরপুর গ্রামে যৌতুকের দাবিতে মুক্তি রাণী (২৪) নামে এক গৃহবধুকে তাঁর স্বামী অনুকুল চন্দ্র পিটিয়ে হত্যা করেছে। পাঁচ বছর আগে আটোয়ারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের চোজপাড়া গ্রামের গয়নাথ চন্দ্রের মেয়ে মুক্তি রাণীর (২৪) সঙ্গে গেদেরপুর গ্রামের অনুকুল চন্দ্রের (৩০) বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে যৌতুকের জন্য অনুকুল চন্দ্র মুক্তি রাণীকে অত্যাচার করতো। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর মুক্তি রাণীকে স্বামী অনুকুল চন্দ্র যৌতুকের জন্য মারপিট করে। এতে লাঠির আঘাতে মারাত্মক আহত হয়ে মুক্তি রাণী নিহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁর লাশ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় নিহতের স্বামীকে আটক করে পুলিশ। পরে নিহত মুক্তি রাণীর বাবা গয়নাথ চন্দ্র বাদি হয়ে জামাতা অনুকুল চন্দ্র, তার এক ভাই ও দুই বোনজামাইকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। বোদা থানার ওসি মজনুর রহমান *অধিকারকে* বলেন, লাশের সুরতহাল শেষে ময়না তদন্ত হয়েছে। প্রধান আসামীকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে এবং অন্য আসামীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।[৩০]

এসিড সহিংসতা

৬৫. সেপ্টেম্বর মাসে ০৮ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এরমধ্যে ০৩ জন নারী, ০৪ জন মেয়ে ও ০১ জন বালক এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৬৬. গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় বক্তারপুর ইউনিয়নের ব্রাক্ষণগাঁও মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সপ্তম শেণীর ছাত্রী জনি আক্তার (১৩) কে উজ্জ্বল মোল্লা ও তার কয়েকজন সহযোগী এসিড দিয়ে ঝলসে দেয়। জনি আক্তারের মা মরিয়ম বেগম জানান, প্রতিবেশী উজ্জ্বল দীর্ঘদিন ধরে তাঁর মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিলো। কিন্তু তাঁর মেয়ে এই প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ায় গত ৭ সেপ্টেম্বর উজ্জ্বল মোল্লা ও তার কয়েক জন সহযোগীকে নিয়ে তাঁদের বাড়িতে ঢুকে তাঁর মেয়ের ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে। এসিডে জনি আক্তারের দুই চোখসহ শরীরের একাংশ ঝলসে যায়। মরিয়ম বেগম জানান, এসিডে তাঁর মেয়ের দুই চোখই নষ্ট হয়ে গেছে। এই ঘটনায় মরিয়ম বেগম কালীগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। কিন্তু পুলিশ এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।[৩১]

---

[২৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩০] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পঞ্চগড় মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩১] যুগান্তর ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

৬৭. রাজশাহী জেলার পবা উপজেলায় দামকুড়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নুতন মধুপুর এলাকায় আয়েশা খাতুন (১৮) নামে এক গৃহবধুকে তাঁর স্বামী মিজানুর রহমান ও শ্বাশুড়ী মিনি বেগম যৌতুক না দেয়ার কারণে এসিড দিয়ে ঝলসে দিয়েছে। আয়েশা খাতুনের মা নাদিরা বেগম জানান, নয় মাস আগে আয়েশার সঙ্গে মিজানের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে যৌতুকের জন্য স্বামী মিজান ও শ্বাশুড়ী মিনি বেগম আয়েশার ওপর অত্যাচার করতো। এই অবস্থায় আয়েশার বাবা আসাদুজ্জামান ১ লাখ টাকা দিয়ে সাংসারিক কাজে ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু তৈজসপত্র কিনে দেন। কিন্তু এরপরেও আরো দুই লাখ টাকা তারা দাবি করে এবং তা না দেয়ায় তারা আয়েশাকে তাঁদের বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এরপর মিজান ৬ সেপ্টেম্বর আয়েশাকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবারো যৌতুকের জন্য আয়েশার ওপর অত্যাচার করা শুরু করে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত ১ টায় আয়েশা যখন ঘরে ঘুমিয়ে ছিলো তখন স্বামী মিজান ও শ্বাশুড়ী মিনি বেগম আয়েশার ওপর এসিড ছুঁড়ে। এতে আয়েশার মুখ, হাত, বুক ও পেট ঝলসে যায়। আয়েশাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকের পরামর্শে গত ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁকে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।[৩২]

৬৮. এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকার পরও তা বাস্তবায়ন না হবার কারণে এই ধরনের অপরাধ ঘটেই চলেছে।

ধর্ষণ

৬৯. সেপ্টেম্বর মাসে মোট ৩৮ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৩ জন নারী ও ২৫ জন মেয়ে শিশু। উক্ত ১৩ জন নারীর মধ্যে ১০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ০২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ২৫ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ০৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ০১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে ০৮ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৭০. গত ১ সেপ্টেম্বর রাতে বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলার সুদিন গ্রামে ৮ম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণের পর গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হয়। পরিবারের সদস্যরা জানান, সে লেখাপড়া ও খাওয়া দাওয়া শেষে একাই তাঁর রুমে ঘুমিয়ে ছিলে। রাত আনুমানিক দেড়টার সময় দুর্বৃত্তরা তাঁর রুমে ঢুকে ধর্ষণের পর ওড়না পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে তাঁকে হত্যা করে।[৩৩]

৭১. গত ২ সেপ্টেম্বর বরগুনা জেলায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রেম এবং বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ইসমাইল নামে এক যুবক এক তরুণীকে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের একটি কক্ষে নিয়ে যায়। এই সময় হাসপাতালের কর্মচারী আজাদুর রহমান পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ইসমাইল ও তরুণীকে কক্ষের ভেতরে রেখে বাইরে চলে যায়। এই সুযোগে ইসমাইল ঐ তরুণীকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় পুলিশ আজাদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে।[৩৪]

৭২. গত ২২ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার পারকুল গ্রামের এক বিধবা মহিলা ডাক্তার দেখাতে সিলেট শহরের পপুলার হাসপাতালে যান। ডাক্তার দেখাতে রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় বাড়ি ফিরতে না পেরে হযরত শাহজালাল (রা.) এর মাজারে গিয়ে আশ্রয় নেন। রাত আনুমানিক ১০ টায় দুইজন মহিলা তাঁকে বলে, পুলিশ ক্যাম্পের নায়েক কামাল তাঁকে অফিসে যেতে বলেছে। এই কথা শুনে ঐ মহিলা মাজার সংলগ্ন পুলিশ ক্যাম্পের

---

[৩২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৩] মানবজমিন, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

[৩৪] আমাদের সময়, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নায়েক কামালের কক্ষে গেলে নায়েক কামাল তাঁকে ধর্ষণ করে। এরপর কামালের সহযোগী মাজারের কেরানী মোছাব্বির, চৌকিদার সেলিম, দুদু মিয়া, সেলিম ও রুবেল তাঁকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এই ঘটনার পর সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে তাঁকে ভর্তি করা হয়। ওসিসিতে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তা গত ২৫ সেপ্টেম্বর একটি এজাহারে তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সিলেট কোতোয়ালী মডেল থানায় কাগজপত্রসহ এজাহার পাঠিয়ে দেয়। পরে তাঁর স্বাক্ষর করা এজাহারের ভিত্তিতে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা হয়। গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে কোতোয়ালী থানায় গিয়ে ধর্ষণের শিকার মহিলা তাঁর চিহ্নিত আসামীদের পরিবর্তে মামলায় অজ্ঞাতনামা ৩-৪ জনকে আসামী করা হয়েছে জানতে পেরে কান্না শুরু করেন। এই সময় ধর্ষক কামালকে থানায় দেখতে পেয়ে তিনি তাকে জাপটে ধরেন এবং বলতে থাকেন "এই লোকই আমাকে ধর্ষণ করেছে,একে গ্রেপ্তার করেন"। কিন্তু পুলিশ কামালকে গ্রেপ্তার না করে জোর করে ভিকটিমের হাত থেকে তাকে ছাড়িয়ে নেয়।[৩৫]

৭৩. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিকটিম ও স্বাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও সহিংসতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অধিকার এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান

৭৪. গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ থেকে *অধিকার এর* ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চরম আকার ধারন করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবেদন প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে *অধিকার* এর সেক্রেটারী আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এ এস এম নাসির উদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় দায়েরকৃত নিবর্তনমূলক মামলা এখনও বলবৎ রয়েছে। *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারী সহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ড বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে *অধিকার* এর সকল কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য সকল প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৭৫. উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি' প্রকল্পের ২ বছর ১০ মাসব্যাপী কার্যক্রম ২০১৩ সালের জুন মাসে শেষ হয়ে গেলেও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের শেষ ধাপের অর্থছাড় এখনও পর্যন্ত করেনি। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক সহিংসতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে ডকুমেন্টশন, তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা এবং এডভোকেসি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি পরিচালনা করা হয়েছিলো। সঠিক সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য *অধিকার* তার সাধারণ তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে প্রকল্পটি শেষ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পটির শুরু থেকেই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আসছিল।

৭৬. প্রথম বর্ষের কার্যক্রম শেষ করার পর গত ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের

[৩৫] মানবজমিন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করে *অধিকার*। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ মে ২০১৩ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ২য় বর্ষের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ৫০% অর্থছাড় দেয়। গত ২১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে *অধিকার* উল্লেখিত প্রকল্পের প্রথম বর্ষের কার্যক্রম সমাপ্তির অডিট রিপোর্টসহ ২য় বর্ষের কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড়ের জন্য পুনরায় আবেদন করে। কিন্তু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে বারবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছে। এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও অদ্যাবধি বরাদ্দকৃত তহবিলের অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড় দেয়নি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৭৭. 'এমপাওয়ারিং ওমেন এজ কমিউনিটি হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারস' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থছাড় করেনি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। প্রকল্পটির মেয়াদ ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়ে যাবে। যৌতুক সহিংসতা, এসিড সহিংসতা, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানী বন্ধের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী মানবাধিকার কর্মীদের সমন্বয়ে *অধিকার* প্রথম বছর (২০১৩ সালে) নারীর প্রতি সহিংসতার মামলার গতি ত্বরান্বিত, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও এ্যাডভোকেসি করে। অথচ অর্থছাড় না করায় *অধিকার* ২য় বর্ষের কোন কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছে না।

৭৮. প্রকল্পগুলোর অর্থছাড় না হওয়ায় *অধিকার* এর সকল মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত কারণে *অধিকার* এর সাতজন কর্মী *অধিকার* থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

৭৯. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার* তথা সমস্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যবৃন্দের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

পরিসংখ্যান: ১-৩০ জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৪*											
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড **	ক্রসফায়ার	২০	১৩	৭	১৪	৫	৭	১১	৬	৫	৮৮
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	২	১	০	২	২	১	১	১	১০
	গুলিতে নিহত	১৮	১	৬	৪	১	০	৩	০	১	৩৪
	পিটিয়ে হত্যা	১	১	০	০	১	১	০	০	০	৪
	মোট	৩৯	১৭	১৪	১৮	৯	১০	১৫	৭	৭	১৩৬
গুম		১	৭	২	১৮	২	০	০	৩	২	৩৫
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	১	২	২	৪	৪	০	৬	৭	২৭
	বাংলাদেশী আহত	৪	৩	৩	২	১	১০	৬	১৩	৪	৪৬
	বাংলাদেশী অপহৃত	১৩	৮	১২	৪	১৭	৫	৯	৮	৬	৮২
জেল হেফাজতে মৃত্যু		১	৫	৪	৭	৫	৪	৩	৮	২	৩৯
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	১	০	০	০	০	১
	আহত	২	৯	৭	২৫	৫	২	১	১৪	৮	৭৩
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	৩	২	১	১	০	৩	৪	১৬
	লাঞ্ছিত	০	১	০	২	১৫	০	০	১	২	২১
	গ্রেফতার	৪	০	০	০	০	১	০	১	০	৬
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৫৩	১০	২২	১৭	১৭	১৩	৮	৬	১৩	১৫৯
	আহত	১৪৭২	১১৬৬	১৩৪৩	৫৯৩	৪১২	২৪৬	৫৯৯	৪৯৭	৬১৭	৬৯৪৫
যৌতুক সহিংসতা		১২	১৫	১৪	২২	১৮	৩২	২৬	১৯	২৬	১৮৪
ধর্ষণ		৩৯	৫১	৪২	৫৮	৬৫	৪৭	৫৬	৫৮	৩৮	৪৫৪
যৌন হয়রানীর শিকার		১৪	১২	২৯	২৫	২২	১২	২২	২০	৩৭	১৯৩
এসিড সহিংসতা		১	৩	৬	৫	৬	৪	৫	৪	৮	৪২
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৬	৬	১১	১৩	১১	৬	৮	১২	৫	৮৮
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	০	০	০	০	০	০	১	০	০	১
	আহত	৬০	১৩৫	৬৫	৫১	৪৯	১১৫	১২২	৯৮	৫০	৭৪৫

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ২১টি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে

সুপারিশসমূহ

১. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় নেতা কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবিলম্বে সব দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৩. গোয়েন্দা পুলিশ বা র‍্যাব পরিচয় দিয়ে গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। এই গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে নিখোঁজ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৪. *অধিকার* শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছে।

৫. সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও গ্রেপ্তারের ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৬. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৭. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদকে দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।

৯. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ওপর পরিচালিত মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। এই শিল্পের শ্রমিকদের একটি সমন্বিত সুরক্ষার আওতায় আনাসহ পকিল্পিতভাবে এই শিল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।

১১. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১২. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর হয়রানী বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও *অধিকার* তার সমস্ত মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অর্থছাড় করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।